দানিয়েলের বই - সংখ্যা আটত্রিশ

রত্নগুলোর উন্মোচন: উইলিয়াম মিলারের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক স্বপ্ন এবং সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

Jeff Pippenger

2024-01-02

মিলারের স্বপ্নে অদৃশ্য এক হাত থেকে তাঁকে একটি সিন্দুক পাঠানো হয়েছিল। স্বপ্নেই তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে সিন্দুকটির মাপ 'ছয় বর্গ' বাই 'দশ ইঞ্চি'। দশকে ছয়-এর বর্গ দিয়ে গুণ করলে তিনশো ষাট হয়, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক এক বছরের দিনসংখ্যা নির্দেশ করে। মিলারকে এমন একটি সিন্দুক দেওয়া হয়েছিল যাতে ছিল তিনি যে বার্তা ঘোষণা করার কথা ছিল; আর তিনি যে বার্তা ঘোষণা করার কথা ছিল, তা ছিল এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক দিন এক বছরের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সিন্দুকটি ছিল বাইবেল, এবং মিলারের কাছে বাইবেলকে দেখতে হতো বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর 'দিন-এক বছর' নীতির প্রেক্ষাপটে।

> "ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত এমন একটি চাবি আছে, যা আমাদের সন্তোষ ও আনন্দের জন্য মূল্যবান সিন্দুকটি খুলে দেয়। প্রত্যেকটি আলোর রশ্মির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে, যে অভিজ্ঞতাগুলো এখন আমাদের কাছে অত্যন্ত রহস্যময়, সেগুলোর ব্যাখ্যা হবে। এই নশ্বর যতক্ষণ না অমরত্ব ধারণ করে, ততক্ষণ কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমরা হয়তো কখনোই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারব না।" Manuscript Releases, খণ্ড ১৭, ২৬১.

মিলারের স্বপ্নে কফিনের সঙ্গে একটি "চাবি" সংযুক্ত ছিল, যা মিলারকে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পরিচালিত করা হয়েছিল তার প্রতীক ছিল।

> যাঁরা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারে নিয়োজিত, তারা ফাদার মিলার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করছেন। Views of the Prophecies and Prophetic Chronology নামে ছোট বইটিতে, ফাদার মিলার বাইবেল অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার জন্য নিম্নলিখিত সহজ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলি দিয়েছেন:-
>
> [প্রথম থেকে পঞ্চম নিয়ম উদ্ধৃত হয়েছে।]
>
> "উপরেরটি এই নিয়মগুলির একটি অংশ; এবং বাইবেল অধ্যয়নে উপস্থাপিত নীতিসমূহ মান্য করা আমাদের সবার পক্ষে কল্যাণকর হবে।" Review and Herald, ২৫ নভেম্বর, ১৮৮৪।

মিলার যখন সিন্দুকটি খুললেন, তিনি দেখতে পেলেন "নানা রকম ও মাপের রত্ন, হীরা, মূল্যবান পাথর, এবং সব রকম আকার ও মূল্যের সোনা ও রুপোর মুদ্রা, সিন্দুকের ভেতরে তাদের নিজ নিজ স্থানে সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল; এবং এভাবেই সজ্জিত হয়ে তারা এমন আলো ও মহিমা প্রতিফলিত করছিল, যার সমতা কেবল সূর্যের সঙ্গেই মেলে।" মিলার সত্যের সেই রত্নসমূহ আবিষ্কার করেছিলেন, যা অ্যাডভেন্টবাদের ভিত্তিমূলক সত্যগুলো গঠন করে। তিনি যে সত্যগুলো পেলেন, সেগুলো 'সাজানো' ছিল নিখুঁত শৃঙ্খলায় এবং সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছিল।

এরপর মিলার সেই সত্যগুলোকে "একটি কেন্দ্রস্থ টেবিলে" রাখলেন এবং সবাইকে "এসো এবং দেখো" বলে ডাকলেন। "এসো এবং দেখো" বাক্যাংশটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে মোহর খোলার প্রসঙ্গ থেকে গৃহীত একটি প্রতীক, এবং মিলার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই জ্ঞানীদের যারা ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত দানিয়েলের বার্তাটি বুঝেছিল। মিলার যে সত্যগুলো টেবিলের ওপর রেখেছিলেন, সেগুলো ছিল দানিয়েলের গ্রন্থের উন্মোচিত সত্য—যিহূদার গোত্রের সিংহ যেগুলো উন্মোচিত করেছিলেন—এবং সেগুলো ছিল সেই প্রজন্মকে পরীক্ষা করার জন্য, যারা এগুলো উন্মোচিত হওয়ার সময় জীবিত ছিল। এই কারণেই, প্রথম চারটি মোহরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশিত বাক্যের চারটি জীব এবং মিলার, সেই প্রজন্মকে "এসো এবং দেখো" বলে ডাক দিয়েছিল।

> মেষশাবকটি যখন মোহরগুলোর একটি খুললেন, আমি দেখলাম; এবং আমি বজ্রধ্বনির মতো এক শব্দ শুনলাম—চারটি জীবের একজন বলছে, 'এসো, দেখো।' আর আমি দেখলাম, দেখো, একটি সাদা ঘোড়া; এবং যে তার ওপর বসেছিল তার হাতে ছিল একটি ধনুক; এবং তাকে একটি মুকুট দেওয়া হল; এবং সে বিজয় করতে করতে এবং আরও বিজয় করার জন্য বেরিয়ে গেল। আর যখন তিনি দ্বিতীয় মোহর খুললেন, আমি দ্বিতীয় জীবকে বলতে শুনলাম, 'এসো, দেখো।' এবং বেরিয়ে এল আরেকটি ঘোড়া, লাল; এবং যে তার ওপর বসেছিল তাকে পৃথিবী থেকে শান্তি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল, যাতে লোকেরা পরস্পরকে হত্যা করে; এবং তাকে একটি বড় তলোয়ার দেওয়া হল। আর যখন তিনি তৃতীয় মোহর খুললেন, আমি তৃতীয় জীবকে বলতে শুনলাম, 'এসো, দেখো।' এবং আমি দেখলাম, দেখো, একটি কালো ঘোড়া; এবং যে তার ওপর বসেছিল তার হাতে ছিল একটি দাঁড়িপাল্লা। এবং আমি চারটি জীবের মাঝখান থেকে এক কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনলাম, 'এক পয়সায় গমের এক মাপ, আর এক পয়সায় যবের তিন মাপ; এবং তেল ও মদকে ক্ষতি কোরো না।' আর যখন তিনি চতুর্থ মোহর খুললেন, আমি চতুর্থ জীবের কণ্ঠস্বর শুনলাম বলতে, 'এসো, দেখো।' এবং আমি দেখলাম, দেখো, একটি পাণ্ডুর ঘোড়া; এবং তার ওপর যে বসেছিল তার নাম ছিল মৃত্যু, এবং পাতাল তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। এবং পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের উপর তাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হল—তলোয়ার দিয়ে, ক্ষুধায়, মৃত্যুর দ্বারা এবং পৃথিবীর জন্তুদের দ্বারা হত্যা করার জন্য। প্রকাশিত বাক্য ৬:১-৮।

যিহূদা-গোত্রের সিংহরূপে উপস্থাপিত খ্রীষ্টই প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে বর্ণিত সাতটি মোহর-লাগানো গ্রন্থের মোহর খুলছিলেন; এবং যিহূদা-গোত্রের সেই সিংহই মিলার যে রত্নগুলি টেবিলের উপর রেখেছিলেন, সেগুলিরও মোহর খুলে দিলেন, এবং তারপর সকলকে "এসো এবং দেখো" বলে ঘোষণা করলেন।

তিনি যে সত্যগুলো আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলো 1843 সালের পাইওনিয়ার চার্টে চিত্ররূপে উপস্থাপিত ছিল; সিস্টার হোয়াইট বলেছিলেন, তা প্রভুর হাতের দ্বারা নির্দেশিত ছিল—যে একই অদৃশ্য হাত মিলারের কাছে রত্নভর্তি সিন্দুক এনে দিয়েছিল। 1842 সালে প্রস্তুত করা তিনশোটি চার্ট ছিল হাবাক্কূকের সেই আদেশের পরিপূর্তি, যাতে তিনি দর্শন লিখে ফলকের উপর স্পষ্ট করে দিতে বলেন। মিলারের ঘরের মাঝখানে থাকা টেবিলটি প্রতিনিধিত্ব করেছিল সেই তিনশোটি চার্ট (ফলক), যা মিলারাইট বার্তাবাহকরা 1842 ও 1843 সালে সারা বিশ্বে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই চার্টটি, 1850 সালের পাইওনিয়ার চার্টের সাথে, হাবাক্কূক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত “ফলক” ছিল।

> “'আদিম বিশ্বাস'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দ্বিতীয় আগমনের বক্তাগণ ও পত্রিকাসমূহের ঐক্যবদ্ধ সাক্ষ্য ছিল এই যে, চার্টের প্রকাশ হাবাক্কুক ২:২, ৩-এর একটি পরিপূর্ণতা ছিল। যদি চার্ট ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বিষয় হয়ে থাকে (এবং যারা তা

> অস্বীকার করে তারা আদমি বশ্বিাস ত্যাগ কর), তবে এর পরণিাম এই য, ২৩০০ দনিরে গণনা আরম্ভ করার বছর ছলি খ্রষ্টিপূর্ব ৪৫৭। 'দর্শন' যনে 'বলিম্ব কর,' অর্থাৎ যনে একটি বলিম্বকাল থাক, যার মধ্য মধ্যরাত্ররি ধ্বনরি দ্বারা জাগ্রত হওয়ার ঠকি পূর্ব কুমারীদরে দল সময়রে এই মহান বষিয় সম্বন্ধে তন্দ্রাচ্ছন্ন ও নদ্রিতি হব—এই উদ্দশ্যে ১৮৪৩-ক প্রথম প্রকাশতি সময় হওয়া আবশ্যক ছলি।" — James White, Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume 1, Number 2.

হাবাক্কূকরে টবেলিে পর উপস্থাপতি সইে বার্তা (রত্নসমূহ)-এর প্রতি যারা সাড়া দতিে শুরু করছেলি, তারা প্রথমে ছলি অল্প কয়কেজন; কন্তিু ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্ট 'এক দনি = এক বছর' নীতরি নশ্চিতিকরণরে সঙ্গে সঙ্গে লোকরে সংখ্যা বড়েে "ভড়ি" হয়ে উঠল।

> "ঠকি য সময়টি নর্দিষ্টি করা হয়ছেলি, সইে সময়ইে তুরস্ক, তার রাষ্ট্রদূতদরে মাধ্যম, ইউরোপরে মত্রিশক্তগিুলরি সুরক্ষা গ্রহণ করছেলি, এবং এভাবে নজিকেে খ্রষ্টিান জাতসিমূহরে নয়ন্ত্রণরে অধীনে স্থাপন করছেলি। ঘটনাটি ভবষ্যিদ্বাণীকে যথাযথভাবে পরপিূর্ণ করছেলি। বষিয়টি জানা গলে, বহুসংখ্যক মানুষ দৃঢ়ভাবে নশ্চিতি হয় য, মলিার ও তাঁর সহকর্মীদরে দ্বারা গৃহীত ভবষ্যিদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতসিমূহ সঠকি ছলি, এবং অ্যাডভন্টে আন্দোলন এক বস্ময়কর প্ররেণা লাভ কর। বদ্বিান ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তরিা প্রচার এবং তাঁর মতামত প্রকাশ—উভয় ক্ষত্রেইে—মলিাররে সঙ্গে যুক্ত হন, এবং ১৮৪০ থকেে ১৮৪৪ পর্যন্ত এই কাজ দ্রুত প্রসার লাভ কর।" The Great Controversy, 334, 335.

তারপর ভড়ি রত্নগুলো তছনছ করতে শুরু করল। সইে মুহূর্তে মলিার রত্নগুলোর ছড়য়িে পড়াকে চহ্নিতি করতে উদ্যোগী হলনে। 'ছড়য়িে দওেয়া' শব্দটি লবেীয় পুস্তক ২৬-এর 'সাতবার'-এর প্রধান প্রতীকগুলোর একটি, এবং মলিার তাঁর স্বপ্নরে উপস্থাপনায় 'ছড়য়িে দওেয়া' শব্দটরি নানা রূপ দশবার ব্যবহার করছেনে। 'দশ' হলো পরীক্ষার প্রতীক, এবং এটি মলিাররে 'ছড়য়িে পড়া' রত্নগুলোর প্রতীকী অর্থরে সঠকি উপলব্ধকিে এক ভবষ্যিদ্বাণীমূলক পরীক্ষা হসিবেে চহ্নিতি করে তাদরে জন্য, যাদরে উপর যুগরে শষে এসে উপস্থতি হয়ছে।

'সভেনে টাইমস'-এর রত্নকে প্রত্যাখ্যান করাই ছলি লাওদকিীয় অ্যাডভন্টেজিমরে প্রথম সরয়িে রাখা রত্ন, যহেতেু তারা ১৮৬৩ সালে এলয়িাহ (মলিার) কর্তৃক উপস্থাপতি মোশরি 'বচ্ছিুরণ' পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ছেলি। সইে সময় থকেে রত্নগুলো ক্রমশ আরও ছড়য়িে পড়তে থাক, নকলরে সঙ্গে মশিতে থাকে এবং শষে পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ঢকেে ফলো হয়। মূল্যবান রত্নগুলো ঢকেে ফলো অবশষেে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাব, যখন কাস্কটে (বাইবলে)টইি ধ্বংস হয়ে যাব।

মলিাররে স্বপ্ন, মলিার 'scatter' শব্দটি প্রথম 'সাতবার' যভোবে ব্যবহার করছেলিনে এবং শষে তনিবার যভোবে ব্যবহার করছেলিনে—তার মধ্য সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়ছে। 'scatter' শব্দটি 'সাতবার' উল্লখে করার পর তনিি 'সম্পূর্ণভাবে নর্িুৎসাহতি ও মনোবলহীন হয়ে বসে পড়লনে এবং কাঁদলনে'।

প্রকাশতি বাক্য সাতটি সীল দয়িে মোহরাঙ্কতি পুস্তকরে সীল খোলার কাজ যহিূদা গোত্ররে সংিহরূপে উপস্থাপতি খ্রষ্টি শুরু করার আগইে যোহন কঁদেছেলিনে। যোহন ও মলিার উভয়ইে কঁদেছেলিনে, যখন তাঁরা বুঝলনে য নকল রত্নরে দ্বারা সইে সন্দিুকটি (ঈশ্বররে বাক্য) মাটচিাপা পড়ে গয়িছেলি।

> আমি দেখলাম, যিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁর ডান হাতে একটি বই; সেটি ভিতরে এবং পেছনের দিকেও লেখা ছিল, এবং সাতটি সিলমোহরে মোহরাঙ্কিত ছিল। আমি আরও দেখলাম, এক পরাক্রমশালী স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে ঘোষণা করে বলছিলেন: 'এই বইটি খুলতে এবং এর সিলমোহরগুলো খোলার যোগ্য কে?' আর স্বর্গে, পৃথিবীতে, কিংবা পৃথিবীর নিচে কেউই বইটি খুলতে, এমনকি তা দেখতেও সক্ষম ছিল না। আমি অনেক কাঁদলাম, কারণ বইটি খুলে পড়তে, এমনকি তা দেখতেও যোগ্য বলে কেউই পাওয়া গেল না। তখন প্রবীণদের একজন আমাকে বললেন, 'কাঁদো না; দেখো, যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ, দাউদের মূল, বইটি খুলতে এবং তার সাতটি সিলমোহর খুলতে জয়লাভ করেছে।' প্রকাশিত বাক্য ৫:১-৫।

মিলার যে রত্নসমূহ আবিষ্কার করে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর ক্রমবর্ধমান প্রত্যাখ্যান যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে বাইবেল (সিন্দুকটি) ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তখন মিলার কেঁদেছিলেন।

> আমি তখন দেখলাম, আসল রত্ন ও মুদ্রার মাঝে তারা অগণিত নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের নীচ আচরণ ও অকৃতজ্ঞতায় আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম এবং সে জন্য তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করলাম; কিন্তু আমি যতই তিরস্কার করলাম, তারা ততই আসলগুলোর মধ্যে নকল রত্ন ও জাল মুদ্রা ছড়াতে লাগল।
>
> তখন আমি শারীর-মনে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের ঘর থেকে বের করে দিতে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করলাম; কিন্তু আমি একজনকে ঠেলে বের করতে করতে আরও তিনজন ঢুকে পড়ত এবং নিয়ে আসত ময়লা, কাঠের ছাঁট, বালি আর নানারকম আবর্জনা, যতক্ষণ না তারা সত্যিকারের রত্ন, হীরা ও মুদ্রাগুলোর প্রতিটিকে ঢেকে ফেলত—সবই দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। তারা আমার রত্নপেটিকাটাকেও টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে সেই আবর্জনার মধ্যে ছড়িয়ে দিল। আমি ভাবলাম, আমার দুঃখ বা রাগের কথা কেউই তোয়াক্কা করে না। আমি একেবারেই নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়ে বসে পড়ে কেঁদে ফেললাম।

তার স্বপ্নের এই পর্যায়ে "scatter" শব্দটি "সাতবার" ব্যবহৃত হয়েছে। শেষে তিনটি ব্যবহার প্রথম সাতটি থেকে পৃথক; ফলে ঐ সাতটি ছিড়িয়ে পড়ার ওপর লেবীয়পুস্তক ২৬-এ উল্লিখিত "সাতবার"-এর প্রতীক হিসেবে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ছাপ স্থাপিত হয়। Miller-এর দ্বিতীয় স্বপ্ন, Nebuchadnezzar-এর দ্বিতীয় স্বপ্নের মতোই, প্রতীকীভাবে "সাতবার"কে সনাক্ত করে।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে যোহনের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, মিলার যখন কাঁদলেন, তখন ধুলো ঝাড়ার ব্রাশধারী লোকটি (যিহূদা গোত্রের সিংহ) "একটি দরজা খুলে" ঘরে প্রবেশ করলেন। পিতা যে পুস্তকটি হাতে ধরেছিলেন—যা সাতটি মোহরে সিল করা ছিল, যা কেউ খুলতে পারত না এবং যা যোহনকে কাঁদিয়েছিল—তার চিত্রায়ণ শুরু হয়েছিল চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পদে।

> এর পরে আমি তাকালাম, আর দেখলাম, স্বর্গে একটি দরজা খোলা হয়েছে; আর যে প্রথম কণ্ঠস্বর আমি শুনেছিলাম—যা যেন তূরীর শব্দের মতো—তা আমার সঙ্গে কথা বলছিল; বলল, 'এখানে উপরে উঠে এসো, আর আমি তোমাকে দেখাব যে বিষয়গুলি ভবিষ্যতে ঘটতেই হবে।' প্রকাশিত বাক্য ৪:১।

মিলার কাঁদলেন এবং দেখলেন একটি দরজা খুলে গেছে। "আমি যখন এভাবে আমার মহা ক্ষতি ও জবাবদিহিতার জন্য কাঁদছিলাম ও শোক করছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম

এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম যে তিনি যেন আমাকে সাহায্য পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, এবং এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকল; তখন সেখানে থাকা লোকেরা সবাই বেরিয়ে গেল; আর তিনি, হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে, জানালাগুলো খুললেন এবং ঘর থেকে ধুলো-ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করলেন।” যিহূদা গোত্রের সিংহ এবং ঝাড়ু হাতে সেই মানুষটি দরজার মুখে এসে উপস্থিত হলেন, যখন জন এবং মিলার কাঁদছিলেন। একটি দরজা খোলা একটি যুগ-পরিবর্তনের প্রতীক।

মিলারের অভিজ্ঞতার মতোই, তিনি কাঁদলেন এবং একটি দরজা খুলে গেল, তবে তিনি প্রার্থনাও করেছিলেন। “আমি সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত ও মুষড়ে পড়েছিলাম, বসে পড়লাম এবং কাঁদলাম। এভাবে আমি আমার বড় ক্ষতি ও জবাবদিহি নিয়ে কাঁদছিলাম ও শোক করছিলাম, তখন আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলাম, যেন তিনি আমাকে সাহায্য পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, এবং এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করল; আর ঘরে থাকা লোকেরা সবাই বেরিয়ে গেল; এবং তার হাতে ধুলো ঝাড়ার একটি ব্রাশ ছিল—সে জানালাগুলো খুলে দিল এবং ঘর থেকে ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করল।”

শেষ দিনের ইতিহাসে যে প্রার্থনাটি এক মাইলফলক, তা হলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানিয়েল ও তিনজন মহৎজনের প্রার্থনা, এবং নবম অধ্যায়ে দানিয়েলের প্রার্থনা। এটি 'সাতবার'-এর লেবীয়পুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায়ের প্রার্থনা, যা প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষী প্রার্থনা করবে যখন তারা বুঝবে যে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল। দুই সাক্ষী পুনরাবৃত্তি করবে যা দানিয়েল নবম অধ্যায়ে করেছিলেন, যখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি মোশির অভিশাপের পরিপূর্ণতায় 'ছড়িয়ে ছিটিয়ে' গিয়েছিলেন। দুই সাক্ষী পুনরাবৃত্তি করবে যা মিলার তাঁর স্বপ্নে চিত্রিত করেছিলেন, যখন তিনি সেই অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যেখানে তাঁর রত্নগুলি 'সাতবার' ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল।

যখন সেই প্রার্থনাটি চিহ্নিত হয়, একটি দরজা খুলে যায়, ঝাড়ুদার আসে, এবং ঘর ফাঁকা। দুষ্ট জনতা চলে গিয়েছিল, এবং একটি নতুন বিধান এসে পৌঁছেছিল। তারপর যিহূদা গোত্রের সিংহ, যাঁর ঝাড়নী তাঁর হাতে, "জানালাগুলো খুললেন, এবং ঘর থেকে ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়তে শুরু করলেন," এবং যখন "তিনি ময়লা ও আবর্জনা ঝাড়ছিলেন, মিথ্যা রত্ন ও নকল মুদ্রা—সবই মেঘের মতো উঠে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর হাওয়া সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।"

খোলা জানালাগুলি একটি বিভাজনও চিহ্নিত করে, কারণ যেমন জানালা দিয়ে আবর্জনা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি মালাখি পুস্তকে পাওয়া যে আদেশে শেষ দিনের ‘যাজক’দের উদ্দেশে বলা হয়েছে, “তোমরা সব দশমাংশ ভাণ্ডারে এনে দাও, যাতে আমার ঘরে খাদ্য থাকে; আর এখন এ বিষয়ে আমাকে পরীক্ষা করো, বাহিনীর প্রভু বলেন, আমি কি তোমাদের জন্য স্বর্গের জানালা খুলে দেব না এবং এমন আশীর্বাদ বর্ষণ করব যে তা গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট স্থান থাকবে না”—সেই আদেশ পালনকারীরাও আছে। খোলা দরজা এবং খোলা জানালাগুলি ব্যবস্থার একটি পরিবর্তনকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা পূর্ণতা পায় সেই সময় যখন দুষ্ট যাজকরা অপসারিত হয়, এবং ধার্মিক যাজকরা আশীর্বাদ পাচ্ছেন।

যখন ঝাড়ুদার মেঝে পরিষ্কার করতে শুরু করে, মিলার এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেন। “হুড়োহুড়িতে আমি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেছিলাম; খুলতেই দেখি, সব আবর্জনা উধাও। মূল্যবান রত্ন, হীরা, সোনা ও রুপার মুদ্রা ঘরের সর্বত্র অঢেল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল।” তখন মূল্যবান আর নিকৃষ্ট জিনিসগুলো পুরোপুরি পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বড় রত্নভাণ্ডটি টেবিলের ওপর রাখা হলো, এবং ছড়িয়ে থাকা রত্নগুলি তাতে ঢেলে দেওয়া হলো। "তিনি তারপর টেবিলের ওপর আগেরটির চেয়ে অনেক বড় এবং আরও সুন্দর একটি রত্নভাণ্ড রাখলেন, এবং এক মুঠো করে রত্ন, হীরা, মুদ্রা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো রত্নভাণ্ডে ঢেলে দিলেন, যতক্ষণ না একটি-টিও অবশিষ্ট রইল, যদিও কিছু হীরা পিনের ডগার চেয়েও বড় ছিল না।" এরপর মিলারের মৌলিক সত্যগুলি কেবল বাইবেলের সঙ্গে নয়, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার সঙ্গেও একত্রিত করা হলো, এবং সেই সত্যগুলি তারা মূলত যেমন ছিল তার চেয়েও আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আমরা যখন ১৭৯৮ সালে উন্মোচিত বার্তার প্রেক্ষিতে উলাই নদীর দর্শনকে মূল্যায়ন করি, তখন বোঝা উচিত যে সেই সত্যগুলোর কিছু মিলারকে প্রদত্ত কাঠামো দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ফলত এটিও প্রত্যাশিত যে সেই সত্যগুলোর কিছু আরও বৃহত্তর ও সুন্দর হবে, যদিও তাদের কিছু ছোট বা গৌণ বলে মনে হতে পারে।

যখন সত্যগুলো পুনঃস্থাপিত হয়, সেগুলোকে আরও বড় একটি বাক্সে রাখা হয়; তারপর আবার আহ্বান জানানো হয়—মিলার নয়, বরং খ্রিস্ট (যিনি ধুলো ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি, যিনি যিহূদা গোত্রের সিংহ)—এই বলে, "এসো এবং দেখো।" এটি নির্দেশ করে যে সদ্যই একটি সিল খোলা হয়েছে, এবং চূড়ান্ত সিল খোলা হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের প্রকাশ, যা ঘটে অনুগ্রহের সময় সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে, অথবা সিস্টার হোয়াইট যেমন উল্লেখ করেন, যখন ধুলো ঝাড়ার ব্রাশধারী ব্যক্তি প্রবেশ করছেন।

> আমি রত্নপেটিকার ভিতর তাকালাম, কিন্তু দৃশ্য দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওগুলো আগের মহিমার দশগুণ আভায় জ্বলজ্বল করছিল। আমি ভাবলাম, যারা সেগুলোকে ছড়িয়ে ধুলোয় মাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই দুষ্ট লোকদের পায়ে বালুর মধ্যে সেগুলো ঘষে মেজে গেছে। রত্নপেটিকায় সেগুলো সুন্দর শৃঙ্খলায় সাজানো ছিল, প্রত্যেকটি নিজের জায়গায়, যেন যিনি সেগুলো ভেতরে নিক্ষেপ করছিলেন, তাঁর পরিশ্রমের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না। পরম আনন্দে আমি চিৎকার করে উঠলাম, আর সেই চিৎকারেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। প্রারম্ভিক রচনাবলী, ৮৩।

অপেক্ষাকাল এবং প্রথম হতাশা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ উপস্থিত হয়েছিল, এবং ২০২৩ সালের জুলাই থেকে যিহূদা গোত্রের সিংহ যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশিত বাক্যের বার্তার মোহর খুলে দিচ্ছেন। সেই মোহর খোলার মধ্যে দানিয়েল গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত, এবং আমরা মিলারের স্বপ্ন নিয়ে আমাদের আলোচনা পরবর্তী প্রবন্ধে শেষ করব।

ধুলো ঝাড়ু-ধারী ব্যক্তির কাজটি 'জ্ঞানী যাজকদের' সঙ্গে সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়, এবং সেই 'যাজকদের' কাজ—যারা প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর দুই সাক্ষী, এবং যারা ইজেকিয়েল অধ্যায় সাঁইত্রিশের পুনরুত্থিত মৃত হাড়—ঈশ্বরের বাক্যের অন্যান্য ধারাতেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। উইলিয়াম মিলারের দ্বিতীয় স্বপ্ন সম্পর্কে আমরা যা চিহ্নিত করেছি, তার দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে আমরা সেই ধারাগুলির কয়েকটি ব্যবহার করব।

> ধার্মিকতায় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আমাদের কল্যাণে শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ভুলের মেঘ অমূল্য আলোর রশ্মিকে আড়াল করেছে, কিন্তু খ্রিস্ট ভুল ও কুসংস্কারের কুয়াশা ঝেড়ে সরিয়ে দিতে এবং আমাদের কাছে পিতার মহিমার দীপ্তি প্রকাশ করতে প্রস্তুত, যাতে আমরাও শিষ্যদের মতো বলতে পারি, 'তিনি পথে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন—তখন কি আমাদের হৃদয় আমাদের মধ্যে জ্বলে উঠছিল না?' Publishing Ministry, 68.